জেলা পুলিশ, গাইবান্ধা

পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা

এবং

ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রংপুর রেঞ্জ

বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২১ - জুন ৩০, ২০২২

রংপুর রেঞ্জ
বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	নাম	পাতা নম্বর
১.	কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৪
২.	প্রস্তাবনা	৬
৩.	সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৭
৪.	সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৮
৫.	সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৯
৬.	সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
৭.	সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১৩
৮.	সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৪
৯.	পরিশিষ্ট-খ	১৫
১০.	সংযোজনী ৪: আঞ্চলিক/মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৬
১১.	সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২	১৭
১২.	সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৮
১৩.	সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৯
১৪.	সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা	২০

গাইবান্ধা জেলা পুলিশ এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview performance of Rangpur Range, Bangladesh Police, Rangpur)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

ভবিষ্যৎ-এ উন্নত জাতি হিসাবে একটি নিরাপদ ও সুখী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদক মুক্ত করা আমাদের সামাজিক অঙ্গীকার। সেই লক্ষ্যে পুলিশ মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। মাদকের উৎস, বহন, ব্যবহারকারী সকলকে নিয়েই কাজ করছে পুলিশ। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানের পাশাপাশি মাদক সেবীদের পূর্নবাসনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আশা করা যায় জনগনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকের ভয়াবহতা থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করা যাবে।

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ রাষ্ট্রের অন্যতম অনুসঙ্গ হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতি হিসাবে আমাদের অর্জনসমূহ বাধাগ্রস্থ করছে কিছু উগ্র মতবাদ তথা জঙ্গিবাদ। বাংলাদেশ পুলিশ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে CTU, Commando Unit গঠন, পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি, গণসচেতনতা তৈরীতে কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রমের কৌশল হিসাবে ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ শুরু করেছে। সেই সাথে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে জঙ্গি, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুলিশি কার্যক্রমে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা চালু করে সনাতনি ব্যবস্থা লুপ্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। পুলিশী সেবার গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিডি পুলিশ হেল্প লাইন (BD Police Help Line) চালু করা হয়েছে। অনলাইন এর মাধ্যমে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেয়া, সকল থানার সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনলাইন যোগাযোগ চালু করা এবং মামলার তদন্তে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলোর প্রনয়ণ করা হচ্ছে।

গতানুগতিক পুলিশ কার্যক্রমের বাইরেও গাইবান্ধা জেলা পুলিশ কাজ করছে। যেমন- নিরাপত্তার অংশ হিসাবে জনগনকে পুলিশি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে কমিউনিটি পুলিশিং ইউনিট (CPU)। নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী নাগরিকের নিরাপত্তায় জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে উইমেন সাপোর্ট সেন্টার (Women Support Centre) স্থাপন এবং থানা সমূহে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী বান্ধব ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে দ্রুত সাড়া দেয়ার জন্য জেলার প্রতিটি থানা ও পৌর এলাকায় বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ সড়ক দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে মালিক, চালক ও হেল্পারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভাসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

উত্তমচর্চা ও উদ্ভাবনীচর্চার মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলা পুলিশ জনগনের আরো কাছে আসার প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে। এ লক্ষ্যে থানা পর্যায়ে নিয়মিত ওপেন হাউজ ডে (Open House Day) অনুষ্ঠান এবং জনগণের সমস্যাসমূহ শোনা, পুলিশী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ

ক) গতানুগতিক সমস্যা ঃ

১। সার্বিকভাবে পুলিশ ও জনসাধারণের অনুপাতে পুলিশ সদস্যের সংখ্যা যেকোন দেশের চেয়ে অপ্রতুল।
২। জনসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত জনবল, লজিস্টিক সাপোর্ট যথা- যানবাহন ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব।
৩। পুলিশ সদস্যদের আবাসন সমস্যা এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।
৪। অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট নতুন সমস্যার মোকাবেলায় অপর্যাপ্ত জ্ঞান, প্রশিক্ষন ও অন্যান্য সাপোর্ট এর স্বল্পতা বিরাজমান।

খ) সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাঃ

আঞ্চলিক সমস্যা হিসেবে মাদক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া বিশ্বায়নের ফলে জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ, বাংলাদেশ এর বাইরে নয়, তবে বাংলাদেশ পুলিশ মাদক ও সন্ত্রাসবাদের বিস্তাররোধে এবং এগুলিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে সচেষ্ট আছে।

তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে অপরাধের ঝুঁকি সমূহ খুব দ্রুত ট্রান্সন্যাশনাল এবং ডিজিটাল রূপ লাভ করেছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ভাংচুর এখন শুধু বস্তু কেন্দ্রিক বা অবয়ব কেন্দ্রিক নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য দ্বারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দৈনন্দিন এবং কৌশলগত কার্যক্রম অচল করা/ ভেঙ্গে দেয়ার ঘটনা ঘটছে সাইবার জগতে। দ্রুত সম্প্রসারিত তথ্য সমাজে সংস্কৃতির ওপর আঘাত, আগ্রাসন, অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা ঘটছে ব্যাপক। চুরি, ডাকাতির অস্ত্র, নতুন নতুন ম্যালওয়ার, র‍্যানসমওয়ার, হ্যাকিং পদ্ধতি নিত্য নতুন রূপ ধারণ করে আসছে প্রতিদিন। তাই ডিজিটাল নিরাপত্তা বর্তমানে যুগের চাহিদা। এখন প্রয়োজন হচ্ছে সাইবার ওয়াল, সাইবার প্যাট্রল, সাইবার নিরাপত্তা। সমাজে দৃশ্যমান নতুন ঝুঁকি চিহ্নিত করার মতই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সাইবার ঝুঁকি চিহ্নিত করা, নতুন ভাবে সৃষ্ট সাইবার ঝুঁকিকে দ্রুত নিয়ন্ত্রন করা, যদিও আজকের অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের জন্য প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, দক্ষ জনবল, বিশেষজ্ঞ এবং আর্থিক সামর্থ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে।

আমাদের আগামী দিনকে আরো সমৃদ্ধশালী করতে সামাজিক, অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সে জন্য তরুণ প্রজন্মকে দিতে হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে আগামী দিনগুলির উপযোগী করে। এর পিছনে প্রধান অন্তরায় মাদক। আমাদের সুখী বর্তমান ও উজ্জল ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে মাদকের ভয়াল থাবা। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই মাদক নির্মুলে বাংলাদেশ পুলিশ জিরো টলারেন্স-এ কাজ করে যাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

১. অপরাধ দমনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার এবং অপরাধ ডাটাবেজ ডিজিটাল করা।
২. ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ও অনলাইন সেবার মাধ্যমে দ্রুততর এবং কার্যকরভাবে পুলিশি সেবা প্রদান।
৩. জেলায় সাইবার ক্রাইম প্রতিহত করণ, নিয়ন্ত্রণ এবং উদঘাটনকারী ইউনিট সৃষ্টি করা।
৪. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জঙ্গি, সন্ত্রাসী, অপরাধীদের দ্রুত অবস্থান নির্ণয়, গ্রেফতার এবং বিচারের জন্য সোপর্দ করা।
৫. মাদক নিয়ন্ত্রণ ও মাদক সেবীদের পূনর্বাসনে কাজ করা।
৬. করোনার মতো বৈশ্বিক মহামারীতে জাতীয় নিরাপত্তা ও ফোর্সের নিরাপত্তায় সকলের সাথে কাজ করা।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

১. মাদক বিরোধী অভিযান জোরদার করা ও জেলায় মাদক ব্যবসায়ীদের আত্মসর্মপণে বাধ্য করা।
২. জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে অভিযান জোরদার করা, জনগণকে সম্পৃক্ত করা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৩. উত্তম চর্চা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশি কার্যক্রমে দক্ষ, যুগোপযোগী ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
৪. ডিজিটাল বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপযোগী জনবল সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সেবা প্রদান।

প্রস্তাবনা

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা

এবং

ডিআইজি, রংপুর রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর

এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ০৬ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন ঃ

সেকশন-১

১.১ রূপকল্প (Vision) ঃ আধুনিক বাংলাদেশের উপযোগী শান্তি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন বান্ধব পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ দক্ষ, যুগোপযোগী ও জনবান্ধব আধুনিক পুলিশ বাহিনী গঠনে লাগসই প্রযুক্তির সর্বোত্তম সংগ্রহ, লালন ও ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের নিরাপত্তা উপযোগী জনবল সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা সেবা প্রদান।

১.৩ **কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র ঃ (সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক নির্ধারিত, সর্বোচ্চ ৫টি)**

১। আইনের শাসন জোরদারকরণ

২। জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রন

৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের সেবা সহজীকরণ

৪। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)

১.৪ কার্যাবলিঃ (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কার্যাবলি)

১. মাদক, চোরাচালান, অবৈধ অস্ত্রধারী প্রভৃতি অপরাধীদের তালিকা প্রস্তুত ও তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহন। সন্ত্রাসী কার্মকান্ড মূলক যে কোন ধরনের ঘটনায় প্রতিরোধ, প্রতিহতকরণ এবং উদঘাটন।
২. নারী নির্যাতন বন্ধ, মাদক নিয়ন্ত্রন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রতিটি থানায় উইমেন হেল্পডেস্ক স্থাপন ও শিশু বান্ধব অফিসার পদায়ন ও কার্যকর করা।
৩. মানসম্পন্ন তদন্তকরা ও অপরাধ উদঘাটন করণ। অপরাধ তদন্তে, অপরাধীকে গ্রেফতারে প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৪. ক্রিমিনাল রেকর্ড সংরক্ষণ করার জন্য CDMS ব্যবস্থা কার্যকর করা।
৫. অপরাধ নিয়ন্ত্রনে জনগনের অংশীদারিত্বের লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশিং গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিকরণ।
৬. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে জঙ্গীবাদের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা। ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহে বাড়ির মালিকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও থানা পুলিশের কাছে তথ্য সরবরাহ করণ।
৭. পুলিশের শুদ্ধাচার/ উত্তম চর্চা ও উদ্ভাবন বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহন, জবাবদিহীতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সকল শ্রেণী পেশা লোকদের নিয়ে থানা অঙ্গনে ওপেন হাউজ ডে আয়োজন করা।
৮. পুলিশের মানব সম্পদ উন্নয়নে ইন-সার্ভিস ট্রেনিং জোরদারকরণ ই-লার্নিং এ উদ্বুদ্ধকরণ।
৯. ন্যায়বোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও আইন মেনে চলার চর্চার সম্মিলনে একটি শুদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার জন্য কাজ করা।

সেকশন-২

বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

...ন্ত ফলাফল/প্রভাব (...come/Impact)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
			২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১		২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
...অপরাধ হ্রাস	জন-শৃংখলা ব্যবস্থাপনায় টহল অভিযান	কর্মঘন্টা (হাজার)	-	৩০২.৪০	৩০২.৪৩	৩০২.৪৪	৩২.৪৫	থানা, ফাঁড়ি, তদন্ত কেন্দ্র	প্রতিবেদন, স্টেটমেন্ট
	গনশুনানি (ওপেন হাউজ ডে) আয়োজন এর সংখ্যা	সংখ্যা	-	৬১	৬৪	৬৫	৬৬	থানা	থানা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন
	নির্ধারিত সময়ে (১২০ দিন) তদন্ত নিস্পত্তির হার	%	৯২.৪৩%	৭০%	৭০.০৩%	৭০.০৪%	৭০.০৫%	থানা, তদন্ত কেন্দ্র, কোর্ট	প্রতিবেদন, স্টেটমেন্ট
...ফিক ব্যবস্থাপনায় ...চেতনাতামূলক কার্যক্রম	ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনে ব্যয়ীত সময়	কর্মঘন্টা (হাজার)	-	১৪৪.০০	১৪৪.০৩	১৪৪.০৪	১৪৪.০৫	থানা, ট্রাফিক পুলিশ ইউনিট	প্রতিবেদন, স্টেটমেন্ট
	ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় সচেতনাতামূলক কার্যক্রম	সংখ্যা	-	৮৪	৮৭	৮৮	৮৯	থানা, ট্রাফিক পুলিশ ইউনিট	প্রতিবেদন, স্টেটমেন্ট
...বান্ধব পুলিশ গঠন	অপরাধের তথ্য প্রদানকারীর বক্তব্য শ্রবণের হার	%	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	থানা	থানা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এবং স্টেটমেন্ট
	শিশু পাচার রোধে গৃহীত কার্যক্রম	%	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	থানা	প্রতিবেদন, স্টেটমেন্ট
	‘জাতীয় জরুরী সেবা-৯৯৯’ এর মাধ্যমে সেবা প্রদান	%	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	থানা, ফাঁড়ি, তদন্ত কেন্দ্র	প্রতিবেদন, স্টেটমেন্ট
	বাল্যবিবাহ রোধে রোধে গৃহীত কার্যক্রম	%	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	থানা, ফাঁড়ি, তদন্ত কেন্দ্র, ডিএসবি	প্রতিবেদন, স্টেটমেন্ট

সেকশন-৩

কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

...সম্পাদন ...ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০২১-২০২২					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
		১.১ অপরাধের তথ্য প্রদানকারীর বক্তব্য শ্রবণ	১.১.১ শ্রবণের হার	গড়	%	৪	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	১০০%
		১.২ অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির পর অনুসন্ধানের হার	১.২.১ অনুসন্ধানের হার	গড়	%	৪	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	১০০%
		১.৩ অপরাধ সংক্রান্তে জিডি অনুসন্ধানের হার (সংখ্যার অনুপাতে)	১.৩.১ অপরাধ সংক্রান্তে জিডি অনুসন্ধানের হার	গড়	%	১	১০০%	৯০%	৯০.০৩%	৯০.০২%	৯০.০১%	৯০%	৭০%	৯০.০৪%	৯০.০৫%
...কসই ...নর		১.৪ অধর্তব্য অপরাধে অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রসিকিউশন	১.৪.১ প্রসিকিউশনের হার	গড়	%	১	১০০%	৪৭.৫০%	৪৭.৫৩%	৪৭.৫২%	৪৭.৫১%	৪৭.৫০%	৪০%	৪৭.৫০%	৪৭.৫১%
...দেশে		১.৫ ধর্তব্য অপরাধে অভিযোগ প্রাপ্তির পর মামলা রুজু	১.৫.১ মামলা রুজুর হার	গড়	%	২	১০০%	৫০%	৫০.০৩%	৫০.০২%	৫০.০১%	৫০%	৪৫%	৫০.০৪%	৫০.০৫%
...তা ও ...র	২২	১.৬ ধর্তব্য অপরাধ তদন্ত নিস্পত্তির সময় হ্রাস চাজশিট প্রদান কার্যক্রম	১.৬.১ ধর্তব্য অপরাধে ১২০ দিনের মধ্যে দায়েরকৃত মামলার তদন্ত নিস্পত্তির হার	গড়	%	২	৯২.৪৩	৭০%	৭০.০৩%	৭০.০২%	৭০.০১%	৭০%	৫০%	৭০.০৪%	৭০.০৫%
...ার		১.৭ থানায় গৃহিত গ্রেফতারি পরোয়ানা	১.৭.১ থানায় গৃহিত গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিলের হার (সংখ্যার অনুপাতে)	গড়	%	১	৯৬%	৩৬%	৩৬.০৩%	৩৬.০২%	৩৬.০১%	৩৬%	৩০%	৩৬.০৪%	৩৬.০৫%
		১.৮ সাক্ষী হাজির করণ	১.৮.১ সাক্ষী হাজির করণের হার	গড়	%	১	৮৮.০০	৫১.০৪%	৫১.০৭%	৫১.০৬%	৫১.০৫%	৫১.০৪%	৪০%	৫১.০৮%	৫১.০৯%
		১.৯ শিশু পাচার রোধে গৃহীত কার্যক্রম	১.৯.১ তথ্য প্রপ্তির পর অভিযানের হার	গড়	%	২	-	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	১০০%
		১.১০ বাল্যবিবাহ রোধে রোধে গৃহীত কার্যক্রম	১.১০.১ বাল্যবিবাহ রোধে অভিযানের হার	গড়	%	৪	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	১০০%
		২.১ গনশুনানি (ওপেন হাউজ ডে) আয়োজন	২.১.১ ১ গনশুনানি (ওপেন হাউজ ডে) এর সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৮৪%	৬১	৬৪	৬৩	৬২	৬১	৫০	৬৫	৬৬
		২.২ মাদক বিরোধী অভিযান	২.২.১ পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৭৬৩	৩৩৬	৩৩৯	৩৩৮	৩৩৭	৩৩৬	৩৩০	৩৪০	৩৪১
...ইন- ...রক্ষা		২.৩ প্রতিরোধমূলক অপরাধ কার্যক্রম সমন্বয়ে (বিট পুলিশিং) আয়োজিত সভা	২.৩.১ আয়োজিত সভা	সমষ্টি	সংখ্যা	২	-	৩৩৬	৩৩৯	৩৩৮	৩৩৭	৩৩৬	৩৩০	৩৪০	৩৪১
...দমনে ...ার	১৫	২.৪ মানব পাচার প্রতিরোধে অভিযান	২.৪.১ পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৩	৮৪	৮৭	৮৬	৮৫	৮৪	৮০	৮৮	৮৯
...হণ ...করণ		২.৫ থানা আধুনিকায়ন	২.৫.১ থানার সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	-	১	১	১	১	১	০	১	১
		২.৬ উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তকর্তা কর্তৃক থানা পরিদর্শন	২.৬.১ পরিদর্শনের সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৮০	৪২	৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪০	৪৬	৪৭
		২.৭ পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিদের্শনা	২.৭.১ বাস্তবায়নের হার	গড়	%	৩	১০০%	৮০.০০%	৮০.০৩%	৮০.০২%	৮০.০১%	৮০.০০%	৬০.০০%	৮০.০৪%	৮০.০৫%
...্য ও ...যাগ	১৩	৩.১ থানায় সিডিএমএস এ মামলা এন্ট্রি	৩.১.১ থানায় রুজুকৃত মামলা সিডিএমএস এ এন্ট্রির হার	গড়	%	৩	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	১০০%

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২০২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক মান ২০২১-২০২২ অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
			সংখ্যার অনুপাতে												
...র ...র		৩.২ অনলাইনে থানায় পুলিশ ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত গৃহীত আবেদনের সংখ্যা	৩.২.১ অনলাইনে থানায় গৃহীত পুলিশ ভেরিফিকেশন এর জবাব প্রেরণের হার	গড়	%	৪	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	১০০%
...ণ		৩.৩ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এর জন্য গৃহিত আবেদনের সংখ্যা	৩.৩.১ পুলিশ ক্লিয়ারেন্স এর জবাব প্রেরণের হার	গড়	%	২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	১০০%
		৩.৪ 'জাতীয় জরুরী সেবা-৯৯৯' এর মাধ্যমে সেবা প্রদান	৩.৪.১ সেবা প্রদানের হার	গড়	%	২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	১০০%
		৩.৫ থানায় স্থাপিত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী হেল্প ডেস্কে সেবা প্রদান	৩.৫.১ সেবা প্রদানের হার	গড়	%	২	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	১০০%
		৩.৬ স্থাপিত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী হেল্প ডেস্কে কর্মরত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ	৩.৬.১ স্থাপিত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী হেল্প ডেস্কে সংক্রান্তে প্রশিক্ষনের হার	গড়	%	১	১০০%	৩২.১৪%	৩২.১৭%	৩২.১৬%	৩২.১৫%	৩২.১৪%	৩০%	৩২.১৮%	৩২.১৯%
		৩.৭ ভিকটিম উদ্ধার কার্যক্রমে অভিযান	৩.৭.১ ভিকটিম উদ্ধারে অভিযান	গড়	%	১	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৮০%	১০০%	১০০%
...লা ও ...না	১০	৪.১ জন-শৃংখলা ব্যবস্থাপনায় পদক্ষেপ গ্রহণ	৪.১.১ পরিচালিত টহল/অভিযান	সমষ্টি	কর্মঘন্টা (হাজার)	৩	৬২০.৯২	৩০২.৪০	৩০২.৪৩	৩০২.৪২	৩০২.৪১	৩০২.৪০	৩০০.০০	৩০২.৪৪	৩০২.৪৫
		৪.২ সড়ক ও মহাসড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনে গৃহিত পদক্ষেপ	৪.২.১ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনে ব্যয়ীত সময়	সমষ্টি	কর্মঘন্টা (হাজার)	২	-	১৪৪.০০	১৪৪.০৩	১৪৪.০২	১৪৪.০১	১৪৪.০০	১৪০.০০	১৪৪.০৪	১৪৪.০৫
		৪.৩ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় সচেতনাতামূলক কার্যক্রম	৪.৩.১ পরিচালিত কার্যক্রম	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১০২	৮৪	৮৭	৮৬	৮৫	৮৪	৭৫	৮৮	৮৯
		৪.৪ কোভিড-১৯ প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহন	৪.৪.১ কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক কর্মকান্ডে ব্যয়িত সময়	সমষ্টি	কর্মঘন্টা (হাজার)	৩	-	১০০.৮০	১০০.৮৩	১০০.৮২	১০০.৮১	১০০.৮০	৮০.০০	১০০.৮৪	১০০.৮৫
...ম্পদ	১০	৫.১ মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত প্রশিক্ষণ	৫.১.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	কর্মঘন্টা (হাজার)	১০	-	৪০.০০	৪০.০৩	৪০.০২	৪০.০১	৪০.০০	৩৫.০০	৪০.০৪	৪০.০৫
...ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
...ও ...মূলক ...মের ...ন ...রকরণ	৩০	১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			১০									
		২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ই- গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			১০									
		৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৩									
		৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৪									
		৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত			৩									

আমি, মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা এর প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশ পুলিশ এর ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রংপুর রেঞ্জ, রংপুর এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, দেবদাস ভট্টাচার্য্য বিপিএম, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, রংপুর রেঞ্জ,বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুরএর প্রতিনিধি হিসাবে পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত ঃ

....	৬।৬।২০২১ ....
মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বিপি- ৭৬০৫১০৩৩২৮ পুলিশ সুপার গাইবান্ধা।	তারিখ
....	০৬।৬।২০২১ ....
দেবদাস ভট্টাচার্য্য বিপিএম ডিআইজি, রংপুর রেঞ্জ বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর।	তারিখ